http://www.elearninginfo.in

লোকায়ত মোর স্বেচ্ছাবর্মে লেগে
বর্শা তোমার হ'য়ে গেলো খানখান।

বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমস্নাবির।
জড় কবন্ধ অন্ধ কর্মে ফুৎকারে করি নর্মাচার।
প্রাক্তন-পাশ্চাত্ত্য মাগি না, মন তুষার।

পাহাড়ের নীল একাকার হ'লো ধূসর মেঘের স্রোতে
পাঁচ পাহাড়ের নীল।
বাতাসেরা সব বাসায় পালালো মেঘের মুষ্টি হ'তে।
স্তব্ধ নিথর সাত-সায়রের বিল।

শিবা ও শকুনি পলাতক, জানি, ভাগ্য তো কৃকলাস।
কুরুক্ষেত্রে ইন্দ্রপ্রস্থ, পরীক্ষিতেরই জয়।
শরৎ-মাধুরী লুট ক'রে ফিরি, জয় জয় ট্রয়লাস।
উল্লাসে গায় পালে-পালে ক্রীতদাস।

বিজয়ী রাজার দানসত্রের শ্রাবণপ্লাবনে ভাসে
পুরজন যত গৃহহীন যত বুভুক্ষু ভিক্ষুক।
হায়েনায় হাসি আসে স্মৃতিপটে— বেহিসাবী ক্রেসিডা সে!

তুমি চ'লে গেলে মরণমারীচ মায়াবীর ডাকে মূক
বধির ওষ্ঠাধরে।
তারপরে এলো রণমন্থনে দূর বিদেশের নারী।
কালো সন্ধ্যায় দিলো শ্বেতবাহু দুটি—
স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারি!

১৩৯. ঘোড়সওয়ার

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার ?

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী! বর্শা তোলো।
কেন ভয় ? কেন বীরের ভরসা ভোলো ?

নয়নে ঘনায় বারে-বারে ওঠাপড়া ?
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি ?
হৃদয়ে আমার চড়া ?

অঙ্গে রাখি না কারোই অঙ্গীকার ?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া ?
মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি ?
আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি ?

জনসমুদ্রে উন্মথি' কোলাহল
ললাটে তিলক টানো।
সাগরের শিরে উদ্বেল নোনা জল,
হৃদয়ে আধির চড়া।

চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে,
কোথায় পুরুষকার ?
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর।
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর,
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?

হালকা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।
সাত সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার—
হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু-হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।

পাহাড় এখানে হালকা হাওয়ায় বোনে
হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে।
আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে
পায়ে-পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর।
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার।

সূর্য তোমার ললাটে তিলক হানে
নিশ্বাস কেন বহিতেও ভয় মানে।
তরঙ্গ তব বৈতরণীর পার।
পায়ে-পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে।
চেয়ে দেখ ঐ পিতৃলোকের দ্বার!

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
মেরুচূড়া জনহীন—
হালকা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোকনিন্দার দিন।

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার ?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?

১৪০. পদধ্বনি

পদধ্বনি!
কার পদধ্বনি
শোনা যায় ?
মদির হাওয়ায় রজনীগন্ধার মতো
কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী।
ও কে আসে নীল জ্যোৎস্নাতে
অমৃত-আধার হাতে ও কে আসে আমার দুয়ারে,
বার্ধক্যবাসরে
অসহায় জরাগ্রস্ত পাণ্ডু অসূয়ারে
ছিন্ন ক'রে দিতে আসে সর্পিল উলূপী
তিমিরপঙ্কের স্রোতে, রসাতলসংকুল আঁধারে ?
হে প্রেয়সী, হে সুভদ্রা,
তোমার দাক্ষিণ্যভারে
হৃদয় আমার
বার-বার হয়েছে প্রণত,